যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২০০০

১/ বিবিধ

আরবী

ما امعرّ حاج قط

ضعيف

رواه الطبراني في " الأوسط " (1 / 110 / 2) عن شريك عن محمد بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعا، وقال: " لم يروه عن ابن المنكدر إلا محمد بن زيد ". قلت: وهو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ وهو ثقة، لكن الراوي عنه شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف لسوء حفظه، ولذلك أخرج له مسلم متابعة، فلا تغتر بقول من أطلق فقال: " ورجاله رجال الصحيح "، كالمنذري (2 / 114) والهيثمي (3 / 280) ومن قلدهما كالمناوي والغماري، فإنه ذكر الحديث في " كنزه "! ولم يتفرد به محمد بن زيد، فقد أخرجه ابن عساكر (5 / 327 / 2) من طريق محمد بن خالد بن عثمة: أخبرنا عبد الله بن محمد بن المنكدر عن أبيه به. وعبد الله بن محمد بن المنكدر لم أجد من ترجمه، ولم يذكره الحافظ في الرواة عن أبيه، وإنما ذكر ابنيه يوسف والمنكدر فقط. وفي الطريق إليه جماعة لا يعرفون. وعلي بن أحمد بن زهير التميمي قال الذهبي: " ليس يوثق به

বাংলা

২০০০। হাজী কখনও মুজা পরবে না।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে ত্বারানী “আলআওসাত” গ্রন্থে (১/১১০/২) শারীক হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেনঃ এটিকে ইবনুল মুনকাদির হতে মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ ছাড়া কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ ইবনুল মুহাজির ইবনু কুনফুয হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী শারীক হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ কাযী তিনি দুর্বল তার মন্দ হেফযের কারণে। এ কারণে ইমাম মুসলিম মুতাবায়াত থাকা অবস্থায় তার থেকে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে কেউ যেন ধোকায় না পড়ে সেই ব্যক্তির কথার দ্বার যিনি বলেছেন যে, এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। যেমন করেছেন মুনযেরী (২/১১৪), হাইসামী (৩/২০৮) আর তাদের দু’জনের অন্ধ অনুসরণ করেছেন মানবী এবং গুমারী। কারণ তিনি হাদীসটিকে তার “কানয” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তবে মুহাম্মাদ ইবনু যায়েদ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেননি। ইবনু আসাকির হাদীসটিকে (৫/৩২৭/২) মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ ইবনু আসমাহ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। হাফিয ইবনু হাজার বর্ণনাকারীদের মধ্যে তার পিতা হতে কথাটি উল্লেখ করেননি। তিনি শুধুমাত্র তার দু’ছেলে ইউসুফ ও মুনকাদিরের কথা উল্লেখ করেছেন। আর সূত্রে তার নিকট পর্যন্ত একদল রয়েছেন যাদেরকে চেনা যায় না। আর আলী ইবনু আহমাদ যুহায়ের তামীমী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেনঃ তার উপর নির্ভর করা যায় না।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72883

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন